

## লন্ডনে মাশ জুলাই

নন্দিনী হোসেন

আজ যখন এই লিখাটি লিখছি তখন লন্ডন সময় নয় জুলাই ভোর রাত একটা বেজে পয়ত্রিশ মিনিট। ঠিক তার চার দিন আগে বুধবার বেলা সাড়ে বারোটায় যখন সিঙ্গাপুরে ঘোষিত হল, ২০১২ সালের অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হবে লন্ডন শহরে, তখন ট্রাফল গার স্কয়ারে হাজার হাজার জনতার উল্লাসের সাথে একাত্ম হয়ে এমন একটা লাফ দিয়েছিলাম মনে হয়েছিল পা টাই বুঝি ভেঙ্গে গেল। সাথে সাথে কোন কোন প্রিয়জন কে মোবাইলে জানিয়ে দিয়েছিলাম এই অলিম্পিক দেখতেই হবে! পর মুহূর্তে নিজেই আবার সংশোধন করে বলেছিলাম, যেহেতু স্বাভাবিকভাবে মারা যাওয়ার বয়স তখন ও হবে না, তাহলে একমাত্র মরতে পারি অপঘাতে, অতএব অপঘাতে মারা না পরলে অলিম্পিক দেখবোই! লন্ডন আমার অত্যন্ত প্রিয় একটি নগরী। এই নগরে আমি নিরাপদ বোধ করি। দাপিয়ে বেড়াই। অনেক দিন এখানে বসবাসের কারণে লন্ডনকে অনেকটা হাতের তালুর মতই মনে হয়। তারপর ও এ নগরীর আকর্ষণ আমার কাছে কখন ও ফুরোবার নয়। যদি ও মাঝে মাঝে মনে করিয়ে দেওয়া হয়, যে কোন সময় লন্ডনে সন্ত্রাসী হামলা হতে পারে। যার জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি ও নেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে ৯/১১ এর পর। তবু যখন এ পর্যন্ত কিছুই প্রায় ঘটেনি তাই লন্ডনবাসীরা অনেকে ধরেই নিয়েছিল হয়ত এখানে কিছুই ঘটবে না। বুধবারের রাতে ও আনন্দ উল্লাসে যখন মেতে উঠেছিল নগর বাসী তখন কেউ কল্পনা ও করতে পারেনি কি ভয়াবহ অঘটন ঘটতে যাচ্ছে আর মাত্র ক’ঘন্টা পরই। আগের দিন যখন প্রিয়জনদের বলেছিলাম ২০১২ সালের অলিম্পিক দেখব অপঘাতে মারা না গেলে তখন ও কথাটা এমন করে ভাবিনি। সাত জুলাই সকাল দশ টার কিছু আগে যখন রাসেল স্কয়ারের পাশেই টেভিষ্টকের কাছে দু’তাল্লা বাসে বিস্ফোরণ ঘটে তখন ছিলাম তার মাত্র কয়েক গজ অদূরে। সময়ের একটু হের ফের হলেই অপঘাতে সেদিন মারা যাওয়াটা বিচিত্র কিছু ছিল না। চির চেনা জায়গাটি যেন মুহূর্তেই বদলে গিয়েছিল। নিজের চোঁখ কে ও বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল তখন।

যদি ও আমার বাস এবং কর্ম নর্থ ওয়েস্ট লন্ডনের হ্যাম্পস্টেড এলাকায় কিন্তু সাত জুলাই ঘটনা চক্রে ওখানেই ছিলাম এবং আটকা পরে ছিলাম সারাদিন রাত। উদ্বিগ্ন বন্ধু স্বজনদের মোবাইলে এমন কি ল্যান্ড লাইনে ও পেতে অনেকবার চেষ্টা করতে হয়। মেসেজ ও দেওয়া যাচ্ছিল না। টিভি তে মেট্রপলিটান পুলিশ কমিশনার লন্ডনবাসীর উদ্দেশ্যে বার বার বলছিলেন ‘যে যেখানে আছে সে খানেই যেন থাকেন বাইরে বের না হোন। এ দিকে সেন্ট্রাল লন্ডনের সম্পূর্ণ আন্ডারগ্রাউন্ড নেটওয়ার্ক বন্ধ করে দেওয়া হয়। বন্ধ করে দেওয়া হয় বাস সার্ভিস ও। প্রাইভেট কার এবং টেক্সি কে সীমিত আকারে অনেক ঘুরপথে ডাইভার্ট করে দেওয়া হয়। একটি রুমের ভিতর ক’জন উদ্বিগ্ন নারী পুরুষের মধ্যে বসে থাকতে আর ভালো লাগছিল না। এক সময় বিকেল চার টার দিকে হাটতে বেড়িয়ে পরি রাস্তায়। সেন্ট্রাল লন্ডনের রাস্তা তখন পায়ে চলা লোকে লোকারন্য। সবার হাতে মোবাইল, প্রিয়জন দের খবর নিতে এবং দিতে ব্যস্ত। শব্দ শুধু একটাই এম্বুলেন্সের সাইরেন। পাশেই উনিভার্সিটি হসপিটেল। যেখানে নেওয়া হয়েছে পাশের কিংস ক্রস এবং রাসেল স্কয়ারের আহত নিহত দের। সারা এলাকা জুড়ে পুলিশ আর সেবাকর্মি দের ব্যস্ততা। উদ্দেশ্যহীন ভাবে হেটে মিশে যাই মানুষের ভীরে। তাদের চোঁখ মুখ দেখার চেষ্টা করি। কারো মুখেই আমি সামান্য ভীত ভাব এবং ঘরে ফেরার বস্ততা ছাড়া আর কিছু দেখতে পাই নি। ড্রামড স্ট্রীটের কাছে এসে ক’জন হিজাব এবং বোরকা পরা মহিলা কে হাটতে দেখি। তাদের দিকে কেউ ফিরে ও তাকাচ্ছে না। অন্য দিন গুলোর মত ই পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে। আকারে ছোট একটা নতুন মসজিদের পাশে দাড়িয়ে কিছুক্ষন পর্যবেক্ষন করি, মুসল্লিরা যে যার মত মসজিদে ঢুকে যাচ্ছে যদি ও অন্য দিনের চেয়ে কিছুটা চুপচাপ। এখানে ও কারো দিকে কেউ অন্য দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে বলে নজরে পরে নি। বাংলাদেশী মুসলিম অধ্যুষিত জায়গা অলডগেট ইস্ট (ব্রিক লেন) ও খবর নিয়ে জানা গেছে তারা একটা অস্থতির মধ্যে থাকলে ও এখন পর্যন্ত কেউ কোন ধরনের হয়রানীর

স্বীকার হন নি। পরদিন শুক্রবার আমি যখন আমার বাসায় ফিরি তখন রাস্তায় ,বাসে, কারে মানুষের মধ্যে কিছুটা আতংক ভাব সত্ত্বে ও চলায় যে দৃগুতা দেখেছি,তাতে অবাক হয়েছি। স্বাভাবিক হওয়ার সব প্রচেষ্টা তাদের মধ্যে ছিল। সন্ত্রাসীরা কোন নামেই যে জিততে পারে না তারা যে শুধুমাত্র সন্ত্রাসীই,লন্ডন বাসী যেন তা প্রমান করার জন্যই উঠে পরে লেগেছে। ধিক্কার জানাই, সহস্র ধিক্কার আর ঘৃনা মানবতা বিরোধী এই সব নিকৃষ্টদের।